গাজায় যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো আটার বস্তায় মাদক পাওয়ার দাবি কর্তৃপক্ষের

সংগৃহীত ছবি

গাজার অবরুদ্ধ উপত্যকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো আটার বস্তার মধ্যে মাদক বড়ি উদ্ধার হওয়ায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তীব্র উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে। এই ঘটনায় ফিলিস্তিনি প্রশাসন ইসরায়েলকে দায়ী করে জনস্বাস্থ্যের প্রতি সন্ত্রাসী হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, আটার বস্তার সঙ্গে অবৈধভাবে মাদক বড়ি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ জনগণের মধ্যে ভয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এই ধরণের পদার্থ মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে।

ফিলিস্তিনের গাজার ফার্মাসিস্ট ওমর হামাদ বলেন, “এটি এক ধরনের মানবতাবিরোধী কর্মসূচি, যা আমাদের সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।” একই সাথে চিকিৎসক খালিল মাজেন আবু নাদা জানান, মাদকটি সামাজিক ও মানসিক সংকটের কারণ হিসেবে কাজ করছে এবং এটি ‘গাজার মানুষদের ওপর নিষ্ঠুর অবস্থা’ সৃষ্টি করছে।

গত মাসে গাজায় চলমান সংকটের মধ্যে এই ধরণের ঘটনাগুলো আরও ভয়াবহতা যুক্ত করেছে। গাজার স্বাস্থ্যখাত ইতিমধ্যে সংকটে পড়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের হামলায় বহু নিরীহ নাগরিক হতাহত হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে মাদকবিষয়ক এ অভিযোগ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এই ঘটনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দ্রুত তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। তারা গাজার অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর ওপর কঠোর অবরোধ তুলে নিয়ে মানবিক সহায়তা অবাধে পৌঁছানোর দাবি জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনি প্রশাসন বিশ্বাস করে, এই ধরনের কর্মকাণ্ড ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত পক্ষগুলোর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে, যা গাজার জনগণের প্রতি শত্রুতা ও দমন নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই ঘটনায় গাজার সাধারণ জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে এবং তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট দ্রুত সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদানের দাবি জানাচ্ছেন।